নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪০.০০৫.১৯-৭২

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৫
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

পরিপত্র-৮

বিষয় : **৫ম উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধানাবলী যথাযথ অনুসরণ ও কার্যকর প্রয়োগ এবং নির্বাচনি অপরাধ ও দন্ড সম্পর্কিত**

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ৫ম উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, শান্তিপুর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ এলাকায় শান্তিপুর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। নির্বাচনের স্বচ্ছতা, গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে কারো কোন শৈথিল্যের অবকাশ নেই। এমতাবস্থায়, উপজেলা নির্বাচনে কোন প্রকারের অনিয়ম বা বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপ যাতে সংঘটিত না হয় বা কেউ কোন প্রকার অবৈধ প্রভাব বিস্তার না করতে পারে বা উক্তরূপ কোন প্রভাব বা হস্তক্ষেপের প্রশ্ন কারো মনে উদয় না হয় সে লক্ষ্যে সজাগ ও তৎপর থাকতে হবে।

২। **উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬:** উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে ''নির্বাচন-পূর্ব সময়'' বলতে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝায়। উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর কতিপয় বিধি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) **নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে সমানাধিকার (বিধি-৩):** আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সমান অধিকার থাকবে।

(২) **প্রচারণার সময় (বিধি-৫):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষ হতে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করতে পারবে না।

(৩) **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো বা রেস্ট হাউজ ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ (বিধি-৬):** নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী-

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো বা রেস্ট হাউজে অবস্থান করতে পারবেন না; এবং

(খ) তার পক্ষে বা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিপক্ষে প্রচারণার স্থান হিসাবে সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, কোন সরকারি কার্যালয় অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৪) **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-৭):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পুর্ব সময়ে-

(ক) পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করতে পারবেন নাঃ

(খ) পথসভা ও ঘরোয়া সভা করতে চাইলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে তার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে, যাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোন সড়কে পথসভা করতে পারবেন না তদুদ্দেশ্যে কোন মঞ্চ তৈরি করতে পারবেন না;

(গ) প্রতিপক্ষের পথসভা বা ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা তাতে বাধা প্রদান বা কোন গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন না;

(ঘ) কোন পথসভা বা ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের শরণাপন্ন হবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(৫) পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-৮): উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৮ অনুসারে:

(১) পোস্টার সাদা-কালো রঙের হতে হবে এবং তার আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটারের অধিক হতে পারবে না।

(২) পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হতে হবে এবং কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাপানো যাবে না।

(৩) সাধারণ ছবির আকার ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হতে পারবে না।

(৪) নির্বাচনি প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হতে পারবে না।

(৫) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কারো নাম, ছবি বা প্রতীক ছাপাতে কিংবা ব্যবহার করতে পারবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হলে সে ক্ষেত্রে তিনি কেবল তার দলের বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে বা লিফলেটে ছাপাতে পারবেন।

(৬) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শনের জন্য একাধিক রং ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখ বিহীন কোন পোস্টার লাগাতে পারবেন না।

(৮) কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত দেওয়াল বা যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটকেন্দ্র ব্যতীত নির্বাচনি এলাকার যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাতে বা টাঙ্গাতে পারবেন।

(৬) প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১০): নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না।

(৭) মিছিল বা শো-ডাউন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১১): (১) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাবে না বা প্রার্থী ৫(পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন না;

(২) নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোন প্রকার মিছিল বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাবে না;

(৮) নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১২): (১) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী ২০,০০০ (বিশ হাজার) ভোটারের হারে একের অধিক এবং সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ)টির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবেন না;

(২) নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না;

(৯) প্রচারকার্যে যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৩): কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোন প্রকারের মিছিল বের করতে পারবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করতে পারবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না, তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য তা ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করতে পারবে না; এবং

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাতে পারবে না।

(১০) **নির্বাচনের দিন যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৪):** কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে-

(ক) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেয়ার জন্য যানবাহন ভাড়া করা যাবে না বা ব্যবহার করা যাবে না; এবং

(খ) নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কোন যানবাহন চালানো যাবে না।

(১১) **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৫):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

(১২) **বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-২৭):** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রকারের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিলবোর্ড ভূমি বা অন্য কোন কাঠামো বা বৃক্ষ ইত্যাদিতে স্থাপন বা ব্যবহার করা যাবে না।

(১৩) **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৬):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করতে পারবে না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) বর্গমিটারের অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল বা ক্যাম্প তৈরি করতে পারবে না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করতে পারবে না; এবং

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবে না।

(১৪) **প্রচারণামূলক বক্তব্য, খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন প্রদান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৭):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ছবি বা তার পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্ন সম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না;

(খ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করতে পারবে না; এবং

(গ) ভোটারগণকে কোনরূপ উপঢৌকন, বক্শিশ, ইত্যাদি প্রদান করতে পারবে না।

(১৫) **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৮):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করতে পারবে না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারবে না;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারও শান্তি ভঙ্গ করতে পারবে না; এবং

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করতে পারবে না।

(১৬) বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৯): কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No.

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাতে পারবে না।

(১০) **নির্বাচনের দিন যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৪):** কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে-

(ক) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেয়ার জন্য যানবাহন ভাড়া করা যাবে না বা ব্যবহার করা যাবে না; এবং

(খ) নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কোন যানবাহন চালানো যাবে না।

(১১) **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৫):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

(১২) **বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-২৭):** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রকারের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিলবোর্ড ভূমি বা অন্য কোন কাঠামো বা বৃক্ষ ইত্যাদিতে স্থাপন বা ব্যবহার করা যাবে না।

(১৩) **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৬):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করতে পারবে না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) বর্গমিটারের অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল বা ক্যাম্প তৈরি করতে পারবে না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করতে পারবে না; এবং

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবে না।

(১৪) **প্রচারণামূলক বক্তব্য, খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন প্রদান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৭):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ছবি বা তার পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্ন সম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না;

(খ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করতে পারবে না; এবং

(গ) ভোটারগণকে কোনরূপ উপঢৌকন, বক্‌শিশ, ইত্যাদি প্রদান করতে পারবে না।

(১৫) **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৮):** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করতে পারবে না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারবে না;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারও শান্তি ভঙ্গ করতে পারবে না; এবং

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করতে পারবে না।

(১৬) **বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৯):** কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No.

চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করেছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করেছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান, বা ক্ষেত্রমত, ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হতে পারেন, তা হলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা তার নির্দেশে বা তার পক্ষে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করেছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করেছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হতে পারেন, তা হলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করতে পারবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টকে এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিভিন্ন নির্বাচনি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের শাস্তিসমূহের বিষয়ে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েলের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এই পরিপত্রে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ অনুসারে সংক্ষিপ্তভাবে উপজেলা নির্বাচনের কতিপয় অপরাধ ও অপরাধের দন্ড নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(১) **অন্যের নাম ধারণের শাস্তি (বিধি ৭২):** যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির নাম ধারণ করে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চান তা হলে, অন্যের নাম ধারণ করার দায়ে উক্ত প্রথমোক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

(২) **অবৈধ প্রভাব বিস্তার ও শাস্তি (বিধি-৭৩):** (১) কোন ব্যক্তি অবৈধ প্রভাব বিস্তারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট দান করতে বা তা হতে বিরত থাকতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হতে বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে প্ররোচিত বা বাধ্য করার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, তিনি নিজে বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে-

(অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন; বা
(আ) কোন আঘাত, ক্ষতি, সম্মানহানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটানোর ভীতি প্রদর্শন করেন; বা
(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন; বা
(ঈ) কোন ধর্মীয় দন্ড প্রদান করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন; বা
(উ) কোন সরকারি প্রভাব বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন;

(খ) কোন ব্যক্তি ভোট প্রদান করার কারণে বা ভোট প্রদান করা হতে বিরত থাকার কারণে বা প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার কারণে, দফা (অ) হতে (উ) তে বর্ণিত কোন কাজ করেন;

(গ) অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে-

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তার ভোটাধিকার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধাদান করেন; বা

(আ) কোন ভোটারকে ভোট প্রদান করতে বা প্রদান করা হতে বিরত থাকতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা:- এই বিধিতে "সম্মানহানি" বলতে সামাজিক ভৎর্সনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) কোন ব্যক্তি বিধি ৭৩ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি অন্যূন ৬

(ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) **ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও শাস্তি (বিধি-৭৪):** (১) কোন নির্বাচনি এলাকার ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ (বত্রিশ) ঘণ্টা, এবং ভোটগ্রহণ শুরুর পরবর্তী ৬৪ (চৌষট্টি) ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচনি এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা তাতে যোগদান করতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘটিত করতে বা তাতে যোগদান করতে পারবেন না।

(২) বিধি ৭৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন আক্রমণাত্মক কাজ বা বিশৃঙ্খলামূলক আচরণ করতে পারবেন না; বা

(খ) ভোটার বা নির্বাচনি কাজকর্মে নিয়োজিত বা দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারবেন না; বা

(গ)কোন অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি বিধি ৭৪ এর উপ-বিধি (১) অথবা (২) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(৪) **ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার শাস্তি (বিধি-৭৮):** কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত কোন প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হবেন, যদি তিনি-

(ক) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করতে বা রক্ষা করার জন্য সহায়তা করতে ব্যর্থ হন;

(খ) কোন আইনানুগ উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পূর্বে অফিসিয়াল সিলমোহর সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেন; বা

(গ) কোন নির্দিষ্ট ব্যালট পেপার দ্বারা কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হয়েছে তদসম্পর্কে ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রদান করেন।

(৫) **নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি (বিধি-৮০):** কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা এই বিধিমালার দ্বারা বা অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত কর্মকর্তা, বা ক্ষেত্রমত, ব্যক্তি অন্যূন ৬(ছয়) মাস এবং অনধিক ১(এক) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(৬) **সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহারের শাস্তি (বিধি-৮১):** প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হবেন, যদি তিনি কোনভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন।

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
e-mail: sasemc1@gmail.com

প্রাপক

১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক),
..... ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

২। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪০.০০৫.১৯-৭২

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৫ / ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)
১২. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... রেঞ্জ (সকল)
১৩. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ) ও যুগ্মসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
১৯. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. ..... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৫. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৬. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... -এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩০. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৩১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
৩২. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২৬/০২/১৯

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০২-৫৫০০৭৫৫৯
মোবাইল-০১৫৫০০৪২০৪১
e-mail: sas_emc2@ecs.gov.bd